সুনান আত তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৯৯

২/ সালাত (নামায) (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ যোহর বা আসরের দুই রাকআতে সালাম করে ফেললে।

باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

আরবী

حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، وَهُوَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ " . فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَابْنِ عُمَرَ وَذِي الْيَدَيْنِ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مَا كَانَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلاَةَ وَاعْتَلُّوا بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ . قَالَ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَرَأَى هَذَا حَدِيثًا صَحِيحًا فَقَالَ بِهِ وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا فَإِنَّهُ لاَ يَقْضِي وَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَفَرَّقُوا هَؤُلاَءِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ فِي أَكْلِ الصَّائِمِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنْ تَكَلَّمَ الإِمَامُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْهَا يُتِمُّ صَلاَتَهُ وَمَنْ تَكَلَّمَ خَلْفَ الإِمَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنَ الصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا . وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْفَرَائِضَ كَانَتْ تُزَادُ وَتُنْقَصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّمَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ وَهُوَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ صَلاَتِهِ أَنَّهَا تَمَّتْ وَلَيْسَ هَكَذَا الْيَوْمَ لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى مَعْنَى مَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ لأَنَّ الْفَرَائِضَ الْيَوْمَ لاَ يُزَادُ فِيهَا وَلاَ يُنْقَصُ . قَالَ

أَحْمَدُ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْكَلاَمِ . وَقَالَ إِسْحَاقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي الْبَابِ .

বাংলা

৩৯৯. আল-আনসারী (রহঃ) .... আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকআতেই সালাম ফিরিয়ে ফেললেন। তখন যুল-ইয়াদায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! সালাত কি হ্রাস হয়ে গেল, না আপনি ভুল করেছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যুল-ইয়াদায়ন কি সত্য বলছে? লোকেরা বললেনঃ জি, হ্যাঁ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন এবং অবশিষ্ট দুই রাকআত আদায় করলেন। সালাম ফিরালেন, পরে তাকবীর বলে অনুরূপ বা আরো দীর্ঘ সিজদা করলেন। অতঃপর মাথা তুললেন এবং অনুরূপ বা আরো দীর্ঘ সিজদা করলেন। - ইবনু মাজাহ ১২১৪, বুখারি ও মুসলিম, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ৩৯৯ [আল মাদানী প্রকাশনী]

এই বিষয়ে ইমরান ইবনু হুসায়ন, ইবনু উমর ও যুল-ইয়াদায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রহঃ) বলেনঃ আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ। এই হাদীসটির বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কূফাবাসী কতক আলিম বলেনঃ কেউ যদি ভুল বা অজ্ঞতাবশত কিংবা অন্য কোন কারণে সালাতে কথা বলে, তবে তাকে পুনরায় এই সালাত পড়তে হবে। তারা বলেনঃ এই হাদীসটি হচ্ছে সালাতে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের।

ইমাম শাফিঈ (রহঃ) এই হাদীসটিকে সহীহ বলে মনে করেন এবং এতদনুসারে অভিমত দেন। তিনি বলেনঃ রোযাদার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, সে যদি ভুলবশত আহার করে বসে, তবে তাকে রোযা কাযা করতে হবে না। এ হ’ল আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক যা তিনি তাকে প্রদান করেছেন। এই হাদীসটির তুলনায় সালাত সম্পর্কিত বক্ষযমাণ হাদীসটি অধিক সহীহ। অথচ রোযা সম্পর্কিত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এই হাদীসটির কারণে আলিমগণ রোযার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে আহার করা ও ভুলবশত আহার করার বিধানে পার্থক্য করে থাকেন। (সুতরাং সালাতের ক্ষেত্রে সংশিস্নষ্ট হাদীসটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত)।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদসিটি সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেনঃ সালাত পূর্ণ সমাপ্ত হয়েছে বলে মনে করে ইমাম যদি কথা বলেন আর পরে জানতে পারেন যে, আসলে সালাত পূর্ণ হয়নি, তবে এমতাবস্থায় ইমাম অবশিষ্ট সালাত শেষ করবেন। সালাত আরো রয়ে গেছে এই কথা জেনে যদি কোন মুসল্লি কথা বলে, তবে সে নতুন করে সালাত আদায় করবে। দলীল হিসেবে তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ফরযসমূহের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি হতো। যুল-ইয়াদায়ন এই বিশ্বাসেই বলেছিলেন যে, সালাত পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানে আর এ অবস্থা নেই। যুল-ইয়াদায়ন যে অর্থে কথা বলেছিলেন, বর্তমানে আর কারো সে অর্থে কথা বলার অবকাশ নাই। কারণ বর্তমানে আর সালাতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটার সম্ভাবনা নাই। এই বিষয়ে ইমাম ইসহাক (রহঃ)-ও ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর অনুরূপ অভিমত দিয়েছেন।

English

Abu Hurairah narrated:
"The Prophet (S) turned (finished the prayer) after two (Rak'ah), so Dhul-Yadain said: 'Has the prayer been shortened or have you forgotten O Messenger of Allah?" The Prophet (S) said: 'Is what Dhul-Yadain said the truth?' The people said yes, so Allah's Messenger (S) stood to perform the last two (Rakah) of Salat, then he said the Taslim. Then he said the Takbir and prostrated in a manner the same or longer than his (normal) prostrations."

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=17588

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন